MAR. 1 3 2002

ভোরের কাগজ

অন্যপক্ষ

শিশু ও নারী নির্যাতন বন্ধ

ছাত্র... বিশ্ববিদ্যালয়
কলেজসমূহে সম্প্রতি ৩ ব
বিলোপ করে ৪ বছরের অন
সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে মোতা
থেকেই ২৬টি অনার্স বিষয়ে
সরকারি ও বেসরকারি কলেজে
হবে। উচ্চশিক্ষার ধারায় বিশ্ব
মধ্যে সমতা এনে প্রতিযোগি
গ্রাজুয়েটদের অবস্থার কিছুটা
উদ্দেশ্য, তা সহজেই অনু
সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনিবার্য ছিল
শিক্ষার দুটি অসম ধারা পাশ
না। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে
এমন ধারা রয়েছেই। আমাদে
বিশ্ববিদ্যালয়েও ৩ বছরের স্না
কোর্স বেশ কয়েক বছর
হয়েছে।

কিন্তু ৪ বছরের অনার্স ক
৩ বছরের পাসকোর্স চালু হ
বড়ো ধরনের সমস্যা দেখা দি
বেশির ভাগ কলেজেরই যে
কারো অজানা নেই। পর্যাপ্ত
ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক ও
বইপুস্তক ও ল্যাবরেটরি সরঞ্জা
সত্ত্বেও গত দুই দশকে প্রধ
স্থানীয় চাপের মুখে ওই কলেজ
অনার্স কোর্স এবং কোনো
বছরের মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স
এদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে
সন্তোষজনক নয়। সুতরাং বি
কলেজগুলোতে পাঠ্যক্রমের
কোর্স উভয় ক্ষেত্রে বাড়িয়ে
ঘনীভূত হবে তা প্রায় নিশ্চিত।

কলেজ পর্যায়ে ৪ বছরের
এবং কাঙ্ক্ষিত সুফল লাভ কর
ও জটিলতা দেখা দেবে সেগু
বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট কলেজ
সফল হবেন তা নিশ্চিত করে
এ জন্য চার ধরনের পদক্ষেপ
যদিও কোনোটাই সম্ভবপর হ
সংশয় রয়েছে। যা হোক,
হচ্ছে:

প্রথমত, ছাত্র ও শিক্ষক
বাড়াতে হবে ও যুক্তিসঙ্গত প
নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তি
শিক্ষার্থী বাছাই করতে হবে।
ও পদোন্নতি, গবেষণা ও প্রকা
প্রশিক্ষণ ও বেতন কাঠামো
লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরির উ
গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।
সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলো থে
পাঠদানকারী অন্য কলেজগুলে
বিষয়ের জন্য প্রতি বছর অ
শিক্ষককে ৩ মাসের জন্য আ
পারে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ত
প্রতিষ্ঠান থেকে পূর্ণ বেতন ছ
প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে
ভাতারও ব্যবস্থা করবে। আর
অতিথি শিক্ষকদের বাসস্থান
বহন করবে।

দ্বিতীয়ত, কাগজে-কলমে
কোর্স হলেও বাংলাদেশের অ
শেষ করে ডিগ্রি পেতে ৬ বা
পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কলে

নির্যাতনের শিকার। কানাডায় ১৯৮৭ সালে খুন হওয়া স্ত্রীর হত্যাকারী হলো স্বামী।

* ডেনমার্কে বিবাহ বিচ্ছেদের ২৫% ঘটে নারী নির্যাতনের কারণে।

* ভারতে প্রতি ঘন্টায় আটজন নারী ধর্ষিত হয়। প্রতিদিন গড়ে ১৪ জন নারী নির্যাতিতা হয়ে মৃত্যুবরণ করে। আর এই মৃত্যুর জন্য দায়ী স্বামী বা পরিবারের সদস্যরা। প্রতিবছর ৬.৫ কোটি মেয়ে শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ভারতের বোম্বাইয়ের ক্লিনিকগুলোতে পুত্র সন্তানের আশায় প্রায় ৯৫ ভাগ কন্যাশিশু ভ্রূণ হত্যা করা হয়।

* পাকিস্তানে প্রতিদিন আটজন নারী যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ২০০০ সালে পারিবারিক সম্মান রক্ষার নামে কমপক্ষে ১ হাজার নারীকে খুন বা অনার কিলিং (ঐড়হড়ৎ করষষরহম) করা হয়েছে।

* এশিয়ার কন্যাভ্রূণ হত্যা ও মেয়ে শিশু হত্যা এবং মেয়েশিশুদের প্রতি অবহেলায় প্রায় ৬ কোটি মেয়ে

নির্যাতনে নারী ও শিশু
২০০১ : মোট ৩ হাজা
হয়েছে। ৪ হাজার ৫১
জন নারী গণধর্ষণের শি
হত্যা করা হয়, এসিড
২২ জন নারী, ফতোয়া
২৪৪ জন মেয়ে, নারী
কারণে হত্যা ১১১ জন,
জন নারী।

নারী নির্যাতনের বিরু

তবে এ কথাও সত্য যে
বৃদ্ধির পাশাপাশি এর বি
ক্রমাগতভাবে বাড়ছে,
মেয়ে শিশু নির্যাতন ঘটু
ইস্যু তা আজ ব্যাপকভ
যার দ্বারাই নারী নির্যাত
অপরাধীদের বিচার এব
প্রদান করাটা যে রাষ্ট্রে
করেছে। নানা ধরনের
মৌলিক স্বাধীনতা উপা
করে, সে সব ব্যাপারে
বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে
কর্মসূচিও গ্রহণ করা হ
সব ধরনের নারী নির্যা
বেসরকারি উদ্যোগের
ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত
সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচার
নারীদের সহায়তা প্রদা
তথা সুশীল সমাজ আ
চলেছে। নারীর প্রতি
রাষ্ট্র অপরাধ হিসেবে
বিলোপ করেছে।

তবুও সামনে অনেক

কিন্তু এসব অগ্রগতি স
নানাধরনের সহিংসতা
মেয়েশিশুদের বিরুদ্ধে
ঘাটতি নারী নির্যাতন
নারী নির্যাতন করা থে
সৃষ্টি করার মতো প্রয়ে
গেছে। নারী নির্যাতন
ফলে আবার প্রকৃত বা
এবং পরিস্থিতি বিশ্লেষ
বৈষম্যমূলক আর্থ-সাম
বৈষম্য সমাজে নারীদে
পাকাপোক্ত করে। এ
ধরনের নির্যাতনের শি